147140 - যে নারীর মাথায় সাজগোজের ফিতা ও কাপড় রয়েছে সে ওযু করার সময় কিভাবে মাথা মাসেহ করবে?

প্রশ্ন

চুলের উপরে সাজ হিসেবে যা কিছু পরা হয়; যেমন- কাপড়, প্লাস্টিকের জিনিস, লোহার জিনিস এবং যেটা দিয়ে চুল বাঁধা হয় সেটা বেশি হোক বা কম হোক— এগুলোর ওপর মাসেহ করা কি জায়েয? প্রত্যেক অংশের চুল আলাদাভাবে বাঁধা কি জায়েয (চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত জড়ো করে একটি লোহার জিনিস দিয়ে সেটাকে বাঁধা) কিংবা অনেকগুলো বেনী করা; এরপর সেগুলোর ওপর মাসেহ করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ওযুর ফরয হচ্ছে মাথা মাসেহ করা। আল্লাহ্‌র বাণীর দলিলের কারণে: ‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।’[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৬]

আলেমগণ মাসেহ করার অংশ কতটুকু এ নিয়ে মতভেদ করেছেন। গোটা মাথা মাসেহ করতে হবে; নাকি অংশ বিশেষ মাসেহ করলে চলবে? ইমাম মালেক ও আহমাদের অভিমত হচ্ছে গোটা মাথা মাসেহ করতে হবে। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।

ওযুতে মাথা মাসেহ করার দুটো পদ্ধতি উদ্ধৃত হয়েছে:

১। হাত ভিজানোর পর সেই হাত মাথার অগ্রভাগে রাখা; অতঃপর মাথার পেছনে পর্যন্ত মাসেহ করা। এরপর হাতদ্বয়কে মাথার অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া।

২। গোটা মাথা মাসেহ করা; তবে চুল যেই দিকে ভাঁজ হয়ে আছে সেই দিকে বিবেচনা করে। যাতে করে চুলের পজিশন পরিবর্তন না হয়।

যার চুল লম্বা (পুরুষ বা নারী) তার জন্য এই পদ্ধতিটি উপযুক্ত; যাতে করে হাতদ্বয় ফিরিয়ে নিতে গিয়ে তার চুল এলোমেলো

হয়ে না যায়।

রুবাঈ বনিতে মুআওয়যি বনি আফরা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাসায় ওযু করলনে; তখন তনিি মাথার চূড়া থকেে গোটা মাথা মাসহে করলনে। মাথার প্রত্যকে দকি চুলরে অভমিুখরে দকিে মাসহে করলনে। চুলরে পজশিন নাড়ালনে না।[মুসনাদে আহমাদ (২৬৪৮৪) ও সুনানে আবি দাউদ (১২৮), আলবানী 'সহহিু আবি দাউদ গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

হাদসিরে ভাষ্য: مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ (চুলরে চূড়া) দ্বারা উদ্দশ্যে চূলরে উপররে ভাগ। অর্থাৎ মাসহে শুরু করবে চুলরে উপর থকেে নীচ পর্যন্ত।

আল-ইরাক্বী বলনে: অর্থ হচ্ছে — তনিি মাথার উপর থকেে মাসহে শুরু করে নীচ পর্যন্ত পৌঁছতনে। এভাবে প্রত্যকে পার্শ্বে আলাদাভাবে করতনে।[আওনুল মাবুদ থকেে সংকলতি ও সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা 'আল-মুগানী' গ্রন্থে (১/৮৭) বলনে: যদি হাত পুনরায় ফরিালে চুল এলোমলেো হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে হাত ফরিাবে না। এটি ইমাম আহমাদরে স্পষ্ট ভাষ্য। কারণ তাঁকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: যার চুল কাঁধ পর্যন্ত; সে কভিাবে মাসহে করব? তখন ইমাম আহমাদ তাঁর হাতদ্বয় মাথার সামনে থকেে পছেনে একবার সঞ্চালন করলনে এবং বললনে: এভাবে করব; যাতে করে তার চুল বক্ষিপ্তি হয়ে না পড়ে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি মাথার পছেন পর্যন্ত একবার মাসহে করব; পুনরায় হাত ফরিয়িে নবেে না। আহমাদ বলনে: আলী (রাঃ) এর হাদসিে এভাবে এসছে। আর চাইলে মাসহে করতওে পারনে; যমেনটি রুবাঈ' এর হাদসিে এসছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাসায় ওযু করছেনে। তনিি তার গোটা মাথা মাসহে করছেনে। চুলরে চূড়া থকেে প্রত্যকে পার্শ্ব; চুলরে অভমিুখরে দকিে। চুলরে পজশিন পরবির্তন করনেনি।[সুনানে আবু দাউদ] আহমাদকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: নারী কভিাবে মাসহে করবনে? তনিি বললনে: এভাবে— তনিি তাঁর হাত মাথার মধ্যখানে রাখলনে। এরপর হাতকে সামনরে দকিে টনেে আনলনে। এরপর হাত উঠয়িে পুনরায় আগরে জায়গায় রাখলনে। এরপর মাথার পছেনরে দকিে হাতকে টনেে নলিনে। ওয়াজবি অংশটুকুর মাসহে সম্পূর্ণ করার পর যভোবইে মাসহে করুক সটো জায়যে হবে।[সমাপ্ত]

দুই:

যদি নারীর মাথায় কোন সাজগোজরে জনিসি থাকে; যমেন ফতিা, প্লাস্টকি টুকরা ইত্যাদি তাহলে সগেুলো খুলে ফলো জরুরী; যদি এসব জনিসি মাথার একটি অংশ জুড়ে থাকে। 'গোটা মাথা মাসহে করা ওয়াজবি' এই অভমিতরে উপর এই কথা নর্িভরশীল।

আল-বাজী (রহঃ) বলনে:

"যদি কোন নারী কোন পশম বা কৃত্রমি চুল যোগ করে চুল বাড়ানোর চষ্টো করে সক্ষেত্রে ওগুলোর ওপর মাসহে করা

জায়যে হবে না। কনেনা ওগুলোর কারণে পানি তার সকল চুলে পৌঁছবে না। বরং কছিু চুলে পৌঁছবে। এই অভমিত সব চুল মাসহে করা ওয়াজবি এর উপর নর্িভরশীল।”[আল-মুনতাক্বা (১/৩৮) থকেে সমাপ্ত]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) নারীর মাথা মাসহে করার ক্ষত্রেে কছিুটা শথিলি অভমিত দয়িছেনে। তনিি বলছেনে: মাথার অগ্রভাগ মাসহে করবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে: “মাথা মাসহে করার ব্যাপারে কোন মতভদে নইে। আল্লাহ্ তাআলা তার বাণী: “তোমাদরে মাথা মাসহে কর” এর মধ্যে দ্ব্যর্থহীনভাবে তা উল্লখে করছেনে। তবে কতটুকু অংশ মাসহে করা ওয়াজবি— এ ব্যাপারে মতভদে রয়ছে। ইমাম আহমাদ থকেে বর্ণতি হয়ছে যে, তনিি সব মানুষরে ক্ষত্রেে গোটা মাথা মাসহে করার কথা বলছেনে। এটি খরিাক্বীর ভাষ্যরে বাহ্যকি মর্ম এবং ইমাম মালকেরে মাযহাব।

আবার ইমাম আহমাদ থকেে মাথার কছিু অংশ মাসহে করলে চলবে— এমন অভমিতও বর্ণতি রয়ছে। কছিু অংশ মাসহে করার অভমিত আরও ব্যক্ত করছেনে হাসান, ছাওরী, আওযায়ী, শাফয়েী ও কয়িাসপন্থীরা। তবে ইমাম আহমাদ থকেে বর্ণতি অগ্রগণ্য অভমিত হচ্ছ: পুরুষরে ক্ষত্রেে গোটা মাথা। আর নারীর ক্ষত্রেে মাথার অগ্রভাগ মাসহে করাই যথষ্টে।

খাল্লাল বলনে: আহমাদরে মাযহাবরে আমল হচ্ছ— নারী তার মাথার অগ্রভাগ মাসহে করাই যথষ্টে। মুহান্না বলনে, আহমাদ বলছেনে: আমি আশা করি নারীর মাথা মাসহেরে বষিয়টি সহজতর। আমি তাঁকে বললাম: কনে? তনিি বললনে: আয়শো (রাঃ) মাথার অগ্রভাগ মাসহে করতনে।”[আল-মুগনী (১/৮৬) থকেে সমাপ্ত]

এই অভমিতরে ভত্তিতিে যদি এ সকল জনিসি তার মাথায় থকেে যায় তাহলে কোন অসুবধিা নইে। কন্তিু যদি সংখ্যায় বশেি হয় তাহলে খুলে ফলো উত্তম।

তনি:

নারীর জন্য মাথার চুল বাঁধা কংিবা বনেী করতে কোন অসুবধিা নইে এবং ওযুর ক্ষত্রেে এগুলোর উপরইে তনিি মাসহে করবনে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে ‘নারীর বাঁধা চুলরে উপর মাসহে করার হুকুম সম্পর্কে’ জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি। জবাবে তনিি বলনে: “নারীর জন্য তার মাথার উপর মাসহে করা জায়যে; তার চুল বাঁধা থাকুক কংিবা ছাড়া থাকুক। তবে নারী তার মাথার চুল মাথার উপররে অংশে উটরে কুঁজরে মত করে বাঁধবে না। কনেনা এতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এই উক্তরি অধীনে পড়ে যাওয়ার আশংকা করছি: “এমন নারী যারা পোশাক পরা সত্ত্বওে উলঙ্গ। তাদরে মাথা উটরে বাঁকা কুঁজরে মত। তারা জান্নাতে প্রবশে করবে না। জান্নাতরে ঘ্রাণও পাবে না।’’[ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১১/১৫২) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।